ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স -২৭৩৫

আগরতলা, ২ নভেম্বর, ২০১৮

তিনদিনব্যাপী চিন্তন শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী
উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন

ত্রিপুরা কিভাবে এগিয়ে যাবে সে সম্পর্কে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাবলেই তা পর্যাপ্ত হবেনা। সবাই মিলে ভাবনা চিন্তা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে ত্রিপুরাকে আগামী তিন বছরের মধ্যে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার যে লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে তাতে নিশ্চিতভাবেই সফলতা আসবে। আজ দুপুরে প্রজ্ঞা ভবনে রাজ্যের উন্নয়নের রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনার জন্য আয়োজিত তিনদিনব্যাপী চিন্তন শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, উন্নয়নের জন্য চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা এবং কাজ করার মানসিকতা হচ্ছে মূল বিষয়। তিনি বলেন, এক সময় দেখা যেত অনেকেই বলতেন যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চের প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থার দরুণ এই অঞ্চলের উন্নয়ন খুব একটা হবেনা। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়েই এই অঞ্চলের উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেন। তিনি শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষ্মী আখ্যায়িত করেই থেমে থাকেননি সেই অনুযায়ী কাজও শুরু করেছেন। সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। এই অঞ্চল সফরকালীন সময়ে মন্ত্রীরা কি কাজ করছেন সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মনে করেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির মূল শক্তি। এই অঞ্চলের মেধার বিকাশের জন্যও তিনি একের পর এক উদ্যোগ নিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চলতি নভেম্বর মাসেই ত্রিপুরায় ট্যুরিজম মীট হবে। এ মাসেই এখানে হবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল যুব উৎসব। নীতি আয়োগের আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রথম বৈঠকটিও ত্রিপুরাতেই হয়েছে। এ বিষয়গুলি যে হচ্ছে এর প্রধান কারণ হচ্ছে দেশের প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশে প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধুমাত্র মুখে বললেই ত্রিপুরা মডেল স্টেট-এ রূপান্তরিত হয়ে যাবেনা। একের পর এক ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কাজ করতে হবে। মিশন মুড-এ আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প সফল করে তোলার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ের আগেই বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

***২য় পাতায়

তিনি বলেন, এ বিষয়ে সবাইকে একটু বেশী দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন থেকে প্রত্যেক মন্ত্রী তার দপ্তরের বিষয়ে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে জনতার দরবার করবেন। এরপর জনতার দরবার হবে মহকুমাভিত্তিক। তিনি বলেন, কাজের পরিমাণ নয় গুণগত কাজ চাই। যে কাজই করা হবে তা যেন সবার চেয়ে ভাল হয়। সবাই লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে নিয়ে কাজ করলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রামে কাজ না হলে জেলা শাসক, পুলিশ সুপাররা যতই কাজ করুন না কেন রাজ্য এগিয়ে যাবেনা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জীবনে অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই। ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে পঞ্চায়েত সচিব স্তর পর্যন্ত সবাইকে আরও সক্রিয় করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নীতি আয়োগের ফেলো রাম গোপাল আগরওয়াল বলেন, নতুন ভারত গড়ার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই নিতি আয়োগ একটি খসড়া তৈরী করে তা সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির কাছে পাঠিয়েছে তাদের বক্তব্য জানার জন্য। এতে দেখা গেছে অধিকাংশ রাজ্যই অঞ্চলভিত্তিক নীতি গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও উদ্যোগকে সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে এক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে এবং উন্নয়ন হতে হবে এক জন আন্দোলন। ভারত আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক এই তিন ক্ষেত্রে যেভাবে অগ্রগতির পথে এগোচ্ছে এতে ত্রিপুরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে শ্রীআগরওয়াল আশা প্রকাশ করেন। আগামী তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার যে লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে তাতে নীতি আয়োগ প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের (এনইসি) সচিব রাম মুইভা বলেন, এই অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভা রয়েছে। এই প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে এই অঞ্চলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি এই অঞ্চলের আরও উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বেসরকারী বিনিয়োগকে বেশী করে প্রাধান্য, শিক্ষা এবং পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মুখ্যসচিব এল কে গুপ্তা।

****